আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Asaduzzaman Khan, Mp
Minister
Ministry of Home Affairs
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জননিরাপত্তা বিধান, সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশ সারা বিশ্বের বিস্ময়। মাদকের বিরুদ্ধে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে মাদক মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে গণমুখী, জনবান্ধব ও পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পুলিশের সেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, জাতীয় জরুরী সেবা- ৯৯৯, মামলা তদন্ত ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির প্রচলন নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিট পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পুলিশী কার্যক্রম বিস্তৃত ও গতিশীল। সকল পুলিশ সদস্যকে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুলিশী কার্যক্রম একটি প্রত্যাশিত ও টেকসই মাত্রা লাভ করবে।

রাজশাহী রেঞ্জ বাংলাদেশ পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেঞ্জ। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা বিধান, অপরাধ নির্মূল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিগত এক বছরে ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জের নেতৃত্বে বেশ কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে রাজশাহী রেঞ্জ-এর কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের মাঝে স্বস্তির ছোঁয়া প্রত্যক্ষ করতে পেরে আমি আনন্দিত। তৃণমূল পর্যায়ে পুলিশী সেবা বিস্তৃতকরণে রাজশাহী রেঞ্জ এক অনন্য নজীর স্থাপন করে চলেছে।

জনসাধারণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে গণপ্রত্যাশা পূরণে রাজশাহী রেঞ্জে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন- এই প্রত্যাশা। আমি তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

বিগত এক বছরে রাজশাহী রেঞ্জের কার্যক্রম সংক্রান্তে স্মরণিকা **'পদক্ষেপ'** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্মরণিকা গ্রন্থনায় জড়িত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত অংশীদার। স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে তৎকালীন পুলিশের বীর সদস্যরা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধ। পূর্বসূরীদের বীরত্ব এবং ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যরা জননিরাপত্তা বিধান এবং দেশের যে কোন প্রয়োজন ও সংকটকালেও আত্মত্যাগে বলীয়ান।

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের মহান দায়িত্ব মূলত বাংলাদেশ পুলিশের উপর ন্যস্ত। নিষ্ঠাবান পুলিশ সদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে দেশাসেবার মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গণমূখী পুলিশিং-এর মাধ্যমে জনগণের সাথে পুলিশের যে মেলবন্ধন রচিত হয়েছে তা সমাজে অপরাধ দমনে কার্যকরী ভুমিকা রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে জঙ্গি দমনে 'রোল মডেল'। সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে পুলিশ সদস্যরা আরও আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি আশা করি।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক ঔদার্যে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন হচ্ছে, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ছে এবং বিস্তৃতি ঘটছে। আমি আশা করি, নিজেদের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সেবার মহান ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ জনপ্রত্যাশা পূরণ করবে।

ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ এর গতিশীল নেতৃত্বে গণমুখী পুলিশিং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশ সাফল্যের সাক্ষর রেখে চলেছে। আধুনিক, জনবান্ধব, প্রযুক্তি নির্ভর ও উদ্ভাবনী পুলিশিংয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের সকল ইউনিট। রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের অর্জন ও সাফল্যের সংকলন **'পদক্ষেপ'** প্রকাশের উদ্যোগকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের সাফল্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করছি।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

"বাণী"

মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম প্রায়োগিক প্রতিরোধের অনন্য গৌরবের অংশীদার বাংলাদেশ পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখা, জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ নির্মূল ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ স্বীকার করে জন মানুষের আস্থার অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। করোনা অতিমারিকালীন দেশবাসীকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করে সম্মুখযোদ্ধার স্বীকৃতি অর্জন করেছেন গর্বিত পুলিশ সদস্যগণ।

সকল 'অচলায়তনের দেয়াল' সরিয়ে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ও আধুনিকতার সম্মিলনে নবদিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশ পুলিশে যুগোপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা এবং অপরাধ পরিস্থিতির পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে পুলিশী কার্যক্রমের গুণগত উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সেবার অদম্য মানসিকতা প্রতিষ্ঠায় বতর্মানে পুলিশের ট্যাগলাইন 'চাকরি নয়-সেবা' সততা, সাহসিকতার ও জবাবদিহিতার অনন্য নিদর্শন।

পুলিশের সার্বিক কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু থানাকে সর্বোচ্চ আস্থার জায়গা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত-করণে এক অনন্য সংযোজন বিট পুলিশিং। পুলিশ সার্ভিসের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি সাংগঠনিক উৎকর্ষতা সাধনের বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং যুগোপযোগী পুলিশ সার্ভিস বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করেছে। সকল সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের গৃহীত সৃজনশীল উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ রাজশাহী রেঞ্জে নূতন নূতন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিআইজি রাজশাহী রেঞ্জ-এর গতিশীল নেতৃত্বে পুঞ্জীভূত ওয়ারেন্ট নিষ্পত্তিকরণ, মাদক নির্মূলে কার্যকর অভিযান পরিচালনা, দীর্ঘদিনের মূলতবী মামলা নিষ্পত্তি ও পুলিশী কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তারে রাজশাহী রেঞ্জ অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। অফিসার ইনচার্জ পদায়নের ক্ষেত্রে পদায়ন নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজশাহী রেঞ্জে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে এই রেঞ্জ-এর আটটি জেলাতে পুলিশী সেবা একটি টেকসই রূপ পরিগ্রহ করবে- মর্মে প্রত্যাশা।

বিগত এক বছরে রাজশাহী রেঞ্জ-এর নানামুখী কার্যক্রমকে লিপিবদ্ধ করা প্রয়াসে নান্দনিক ও তথ্যবহুল স্মরণিকা **'পদক্ষেপ'** প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে অভিনন্দন।

"এসেছি অনেক দূর
যেতে হবে বহুদূর"

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

"বাণী"

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাজশাহী রেঞ্জ। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সহস্র বছরের প্রাচীনতম নিদর্শনে রাজশাহী রেঞ্জ প্রাচুর্যপূর্ণ। ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ যার রয়েছে শতবর্ষীয় ইতিহাস। ১৮৬১ সালে অবিভক্ত বাংলায় তথা ব্রিটিশ ভারতে পুলিশ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়। যথাযথভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রশাসনিক কারণে প্রাদেশিক পুলিশকে কয়েকটি রেঞ্জে বিভক্ত করা হয় এবং রেঞ্জের প্রধান হিসেবে একজন ডিআইজি পদায়ন করা হয়।

১৮৮৮ সালে বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার্স মুর্শিদাবাদ হতে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালের ২০ জুলাই জলপাইগুড়ি বিভাগ থেকে জলপাইগুড়ি রেঞ্জ আলাদা পুলিশ ইউনিট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ নাগরিক মিস্টার আলফ্রেড আর্নেস্ট ওস্যালিভেন, আইপি এই রেঞ্জের প্রথম ডিআইজি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর নবগঠিত রাজশাহী রেঞ্জের সদরদপ্তর নীলফামারি জেলার সৈয়দপুরে কার্যক্রম শুরু করে। ২৩ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে রাজশাহী রেঞ্জ সদর দপ্তর রাজশাহীর বর্তমান বোয়ালিয়া থানার কেশবপুরে স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে রাজশাহী রেঞ্জ ৮টি জেলা, ১টি আরআরএফ এবং ৪টি ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার নিয়ে গঠিত। একজন ডিআইজির নেতৃত্বে ২জন অতিরিক্ত ডিআইজি, ১৭জন পুলিশ সুপারসহ ১২,৫০০ জনের অধিক পুলিশ সদস্য নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশ। রেঞ্জের সীমান্তবর্তী চারটি জেলার সাথে রয়েছে ভারতের মালদহ ও মুর্শিদাবাদের আন্তর্জাতিক সীমারেখা। রেঞ্জের ৭২১ টি বিটে চালু করা হয়েছে বিট পুলিশিং কার্যক্রম, রয়েছে এসএমএস সার্ভিস, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এবং জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর ডেডিকেটেড গাড়ি সার্ভিস। সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে রয়েছে সাইবার পুলিশ ইউনিট। ঐতিহাসিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক স্থাপনা, বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ ৫০ টিরও অধিক কেপিআই নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন ২০৪১ এবং বাংলাদেশ পুলিশ প্রধান, আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার) এর নির্দেশনা "পুলিশই হবে জনগণের প্রথম আশ্রয়স্থল" এটি বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই রেঞ্জে কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত। গতানুগতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার বিশেষ অপরাধ, জঙ্গি ও চরমপন্থীদের দমন যেমনিভাবে আমাদের পেশাকে করছে সমৃদ্ধ, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত নদী বিধৌত গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের সম্মিলিত অনুভূতি আমাদেরকে দিয়েছে স্বর্গীয় প্রশান্তি। আমাদের অঙ্গীকার, "একুশ শতকের বাংলাদেশ পুলিশ হবে জনগনের পুলিশ।" বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম
বিপি নং-৬৮৯৮১১২৩৭৬
ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী

সম্পাদকীয়ঃ

প্রাচীন ব্যাবিলন, চীন, গ্রীস ও রোমের মতই ভারতবর্ষেও পুলিশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মৌর্য যুগে এক ধরনের পুলিশি ব্যবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

তবে এই ভূখন্ডে আধুনিক পুলিশিংয়ের শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের মাধ্যমে। সঙ্গত কারণেই ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে পুলিশ জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ নবজন্ম লাভ করে। কিন্তু জাতির জনকের নির্মম হত্যাকান্ডের পর অন্ধকারের অতল গহব্বরে নিমজ্জিত হয প্রিয় স্বদেশ, বাধাগ্রস্থ হয় পুলিশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা।

১৯৯০ এর সফল গণ- আন্দোলনের পর নতুনভাবে পথ চলা শুরু হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি আধুনিক প্রজন্মের মেধাবী অফিসাররা ভেতর থেকেই পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাসের সবচেয়ে মেধাবী, সাহসী ও ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব বর্তমান আইজিপি ডঃ বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)- এর নেতৃত্বে পরিবর্তনের ধারা আরো বেগবান হয়েছে। রাজশাহী রেঞ্জের সুযোগ্য ডিআইজি জনাব আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম তার মেধা ও শ্রম দিয়ে সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের সুফল ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন এই অঞ্চলের জনগণ।

গণমুখী পুলিশিংয়ের সেই সকল উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাকে সময়ের ফ্রেমে বেঁধে রাখার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস **'পদেক্ষপ'**। শ্রদ্ধেয় রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের পরামর্শ ও নির্দেশনা ছাড়া সাময়িকী প্রকাশ কোনভাবেই সম্ভব হতো না। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

অন্যান্য সহকর্মী, যাদের সহযোগিতায় এই কাজ সম্পন্ন হলো তাদের সকলের প্রতিও আভূমিনত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ভুলত্রুটি গুলোকে সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

জয়দেব কুমার ভদ্র, বিপিএম
অ্যাডিশনাল ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ)
রেঞ্জ কার্যালয়, রাজশাহী।

মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশ

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী ও দক্ষ নেতৃত্বে বাঙালি ঝাঁপিয় পড়েছিল মুক্তির সংগ্রামে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়ছে আমাদের লাল-সবুজ পতাকা। শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের সহস্রাধিক সদস্য। আহত হয়ছেন কয়ক হাজার। এক্ষেত্রে রাজশাহী রেঞ্জের ত্যাগের পরিমাণ অনেক বেশি। রাজশাহী রেঞ্জের তৎকালীন ডিআইজি মামুন মাহমুদ এবং রাজশাহী জেলার পুলিশ সুপার শাহ আব্দুল মজিদসহ অনেকেই শাহাদত বরণ করেন।

২৫ শে মার্চ কালরাত্রে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স থেকেই প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়। ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারাদেশের মতো রাজশাহীতেও ছড়িয়ে প্রতিরোধের বার্তা। রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়ায় পুলিশের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পাশাপাশি মুক্তিকামী ছাত্রজনতাকে সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্বও পুলিশ সদস্যরা নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। অস্ত্রাগার উন্মুক্ত করে দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। পুলিশ ও মুক্তিকামী জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা শত্রুমুক্ত থাকে। বগুড়াতেও ১লা এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়েই পুলিশ সদস্যরা যুদ্ধের ময়দানে সামনের কাতারে থেকেছেন। পাশাপাশি ছাত্র-যুব জনতাকে সংগঠিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শোধ করেছেন জন্মভূমির ঋন।

মুক্তিযুদ্ধে দুঃসাহসী ভূমিকার জন্য রাজশাহী জেলার পুলিশ কনস্টেবল/৭৯৬ তৌহিদ আলীকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়। শহীদ ডিআইজি মামুন মাহমুদকে মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য ভূমিকা ও আত্মত্যাগের জন্য স্বাধীনতা পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয় ২০১৫ সালে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের ভূমিকা ইতিহাসের একটি গৌরবজনক অধ্যায়। আমরা গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের পূর্বসূরী সেই সকল বীর শহীদদের স্মরণ করি। শত শহীদের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য সব সময় প্রস্তুত।

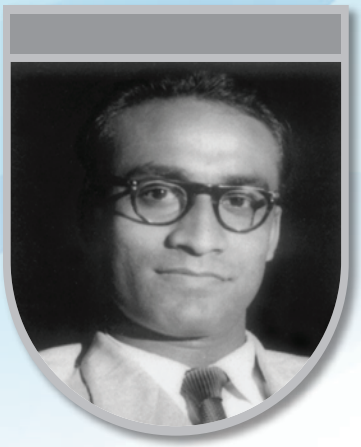

স্মৃতিতে অম্লান

শহীদ ডিআইজি মামুন মাহমুদ ১৭ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ রোডের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং মাতা কবি সামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক, যাঁর নামে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি হলের নামকরণ করা হয়েছে "সামসুন্নাহার হল"। জনাব মাহমুদ ১৯৪৭ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি এবং ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণসংযোগ বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়ন সার্ভিস (সিএসএস) পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ১১ আগস্ট, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডিআইজি রাজশাহী রেঞ্জ হিসেবে যোগদান করেন। ১৭তম বিবাহ বার্ষিকীর দিন ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ৭ টায় রংপুর থেকে পাক আর্মি অফিসার ব্রিগেডিয়ার আব্দুল্লাহ ওয়্যারলেসে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য সরকারি বাসভবন থেকে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নিয়ে যায়। প্রাণপ্রিয় সহধর্মীণী মোশফেকা মাহমুদ, মেয়ে ডা. যেবা মাহমুদ ও ছেলে জাবেদ মাহমুদকে রেখে সেটাই ছিল তাঁর শেষযাত্রা। ১৩ এপ্রিল ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর বাংলা খবরে তাঁর শহিদ হওয়ার সংবাদটি প্রচারিত হয়।

দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেন।

শহীদ পুলিশ সুপার শাহ্ আব্দুল মজিদ

১৯৭১ এ জনাব শাহ্ আব্দুল মজিদ ছিলেন রাজশাহী জেলার পুলিশ সুপার। ১৯৩৫ সালের ১ জানুয়ারি গাইবান্ধা সদর থানার কামারজানি গিদারী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ ইউনুস আলী এবং মাতার নাম মেহের আফজুন বেগম। তিনি ১৯৬২ সালে পিএসপি অফিসার হিসেবে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নারায়ণগঞ্জ এসডিপিও (মহকুমা পুলিশ প্রশাসক) নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে বগুড়া ও ফরিদপুর জেলার পুলিশ সুপার এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি'র উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭০ সালের ১৫ আগস্ট রাজশাহী জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঊনসত্তর ও সত্তরের গণ-আন্দোলন চলাকালে তিনি আন্দোলনরত সবার নিরাপত্তার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। মিছিল-সমাবেশে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য অধীনস্থদের না পাঠিয়ে তিনি নিজেই এসব স্থানে দায়িত্ব পালন করতেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সরকারি কর্মকর্তা হয়েও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট হতে পাকিস্তানি সাঁজোয়া সেনাবাহিনী রাজশাহী পুলিশ লাইন্স আক্রমণ করে নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা করলে তিনি পুলিশ লাইন্সের অফিসার ও ফোর্সের সমন্বয়ে আক্রমণ প্রতিহত করেন। এতে সেনাবাহিনী তাঁর উপর রুষ্ট হয়। ১৯৭১ সালের ৩১ শে মার্চ জেলা প্রশাসকের ডাক বাংলো হতে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। শোনা যায় পাকিস্তানি সেনারা কয়েক দিন পর তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। হত্যার সঠিক তারিখ ও তাঁর মরদেহের কোনো সন্ধান আর মেলেনি। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য তাঁর যে অবদান তা আমরা কোন দিন ভুলবো না। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে রাজশাহী পুলিশ সুপার কার্যালয়ে "শহীদ পুলিশ সুপার শাহ্ আব্দুল মজিদ স্মৃতি ফলক" স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী জেলার পুলিশ লাইন্সের ফোর্স ব্যারাকটির নামকরণ শাহ্ আব্দুল মজিদের নামে করা হয়। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস।